প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে টেলিনর গ্রুপের সিইওর সৌজন্য বৈঠক

সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে টেলিনর গ্রুপের সিইওর সৌজন্য বৈঠক। ছবি: সংগৃহীত

সোমবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে টেলিনর গ্রুপের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান নির্বাহী বেনেডিক্টে শিলব্রেড ফাসমার সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ সচিবালয়ের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে।

সাক্ষাতে বাংলাদেশের ডিজিটাল অগ্রযাত্রায় টেলিনরের চলমান সহযোগিতা ও ভবিষ্যৎ বিনিয়োগের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়। টেলিনর প্রতিনিধিদলে গ্রামীণফোনের প্রধান নির্বাহী ইয়াসির আজমানসহ প্রতিষ্ঠান দুটির উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনায় বেনেডিক্টে শিলব্রেড ফাসমার জানান, প্রায় তিন দশক ধরে বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনার অভিজ্ঞতা রয়েছে টেলিনরের। তিনি বলেন, দেশের তরুণ জনগোষ্ঠী, দ্রুত ডিজিটাল প্রযুক্তি গ্রহণ এবং উদ্ভাবনী পরিবেশ বাংলাদেশের জন্য ডিজিটাল ভবিষ্যৎ গড়ার শক্ত ভিত্তি তৈরি করেছে।

তিনি আরও উল্লেখ করেন, এশিয়ার বাজারে টেলিনরের জন্য বাংলাদেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দেশ। ডিজিটাল রূপান্তরে দীর্ঘমেয়াদি অংশীদার হিসেবে কাজ চালিয়ে যেতে চায় প্রতিষ্ঠানটি। পাশাপাশি সংযোগ সম্প্রসারণ, ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি বাড়ানো এবং দক্ষতা উন্নয়নে বিনিয়োগ অব্যাহত রাখার কথাও তুলে ধরেন তিনি।

বৈঠকে তরুণদের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসহ ভবিষ্যৎ প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষতা উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এতে কর্মসংস্থান বাড়ানো এবং উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এসব দক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মত দেওয়া হয়। দেশের অর্থনীতিকে ২০৩৪ সালের মধ্যে বড় পরিসরে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্য নিয়েও আলোচনা হয়।

উভয় পক্ষই নিরাপদ ও আধুনিক ডিজিটাল ভবিষ্যৎ গঠনে পারস্পরিক সহযোগিতার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে। একই সঙ্গে টেকসই অগ্রগতি নিশ্চিত করতে বিনিয়োগবান্ধব নীতিমালা ও স্থিতিশীল নিয়ন্ত্রক পরিবেশের প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরা হয়।